প্রশ্ন ফাঁস হবে কেন?

দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে হরিশংকরের গোশালা বানিয়ে ফেলা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া গেছে। বস্তুত ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁস হওয়ায় দেশজুড়ে 'প্রশ্নবাণিজ্য' শুরু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাজেশনের নামে কোথাও ছাপানো আবার কোথাও হাতে লেখা কথিত 'প্রশ্নপত্র' বিক্রি হচ্ছে। অবশ্য গত শনিবার অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে মেলেনি। [illegible] পেয়েছে ঐ ঘটনার পর অভিভাবকদের প্রশ্নের পেছনে ছোটাছুটি কিছুটা কমলেও গত কয়েক দিন ধরে গণিতের 'কথিত' প্রশ্ন বিক্রির ধুম লেগেছে। এছাড়া তৃতীয়বারের মতো এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে 'বি' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে অভিযুক্ত কেন্দ্র ঢাকা কলেজের বিরুদ্ধে। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত এক শিক্ষকের দ্বারা এসএমএসের মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ মোটেই কাম্য নয়। শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্ঞানগুরু। তাঁদের কাছ থেকে লোকজন কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তা বুঝবে ও শিখবে। তারাই যদি এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন, তবে জাতি ভরসা করবে কাদের ওপর?

বিসিএস থেকে শুরু করে ছোট-বড় সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, এমন কী স্কুল পর্যায়ে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়মিত ঘটনা হয়ে ওঠা একটি জাতির জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। মাত্র কিছুদিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। এরও আগে দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল। মেডিকেল কলেজের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের সম্পৃক্ত থাকার খবর প্রকাশ হয়েছিল। আমাদের নীতি, নৈতিকতা ও বিবেকের স্তর আজ কোন পর্যায়ে নেমে গেছে— প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় সঙ্গে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সম্পৃক্ততার ঘটনা থেকে তারই প্রমাণ মেলে। এ এক আজব দেশে বাস করছি আমরা। যে কোনো পরীক্ষা মানেই তার প্রশ্ন ফাঁস হতে হবে। প্রতিকারহীনভাবে এ দুষ্কর্ম বছরের পর বছর ধরে সংঘটিত হলেও কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। দেখা যায়, রীতিমতো সিন্ডিকেট গঠন করে দুষ্কৃতকারীরা একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস করে। অথচ এর মাশুল দিতে হচ্ছে দেশের সাধারণ নাগরিকদের। এটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কথায় আছে— চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় প্রায় ক্ষেত্রেই ধরা না পড়ায় বন্দোবস্তও পাকা করে রাখে চোরের দল। বস্তুত প্রশাসনের একটি অসাধু চক্রকে 'ম্যানেজ' করে কিংবা ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনকে সম্পৃক্ত করে এসব অপকর্ম করা হয়। প্রশাসনযন্ত্র ও রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিয়ম রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তরিক না হয় তাহলে দেশ থেকে কোনোদিনও নৈরাজ্য দূর হবে না। বেকারত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরীহ ও সৎ চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে তামাশা অবিলম্বে বন্ধ করার পাশাপাশি দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে এ ধরনের দুষ্কর্ম বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে— প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে কেন? দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে হরিশংকরের গোশালা বানিয়ে ফেলা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে দেশে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের আর একটি ঘটনাও যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী ও তৎপর হবেন।